launcherz
Public Relations & Events

CLIPPINGS

Client: C.C.C.
Publication: Bartaman
Events: Mu P. Rupala
Date: 24.11.2019

বর্তমান

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সারা দেশের প্রায় সাত কোটি কৃষক 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা'-র আওতাভুক্ত হলেও তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একজনও নেই। তার কারণ, রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রককে কোনও নথি ও তথ্য দেয়নি। রবিবার কলকাতার একটি বেসরকারি হোটেলে ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত 'কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন— চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে এই খেদ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পর্শোত্তম রুপালা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্তর্বর্তী বাজেটে দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এই প্রকল্প চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে কৃষকদের বছরে সর্বোচ্চ ৬০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের সংস্থান রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন বলেন, রাজ্যের কৃষকদের তালিকা যাচাই করে আমাদের হাতে তুলে দিলে সেটির ভিত্তিতে আমরা এই সাহায্য দিতে পারি। তাঁর ব্যাখ্যা, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কৃষি মূলত রাজ্যের ব্যাপার। তাদের উদ্যোগকে কেন্দ্র সবরকমভাবে উৎসাহিত করবে এবং পাশে থাকবে। এখানে যা হচ্ছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এমন মন্তব্যকে 'বিকৃত ও বিভ্রান্তিমূলক' বলে পাল্টা অভিযোগ করেছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কেন্দ্রের ওই প্রকল্পের সুযোগ পেতে গেলে কৃষকদের যেসব মাপকাঠিতে যাচাই করা হবে, তাতে এ রাজ্যের কোনও কৃষকই আসবে না। তাছাড়া রাজ্য সরকার শস্য বিমা, বিপর্যয়ে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে শুরু করে নানা প্রকল্পের সুবিধা দিচ্ছে কৃষককে। এক শতক জমি থাকলেও কৃষক পাচ্ছেন বছরে দু'বার ২০০০ টাকা করে। এক হেক্টর জমি থাকলে ৫০০০ টাকা। এর ফলে কেন্দ্রের ওই প্রকল্পে এ রাজ্যের কৃষকদেরই কোনও আগ্রহ নেই বলে দাবি করেন আশিসবাবু।

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, সারা বিশ্বেই 'অর্গানিক ফুড' বা জৈব খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারও এই জৈব চাষআবাদে উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন হলেই তো হল না। তা বিক্রি করার জন্য বাজার দরকার। তিনি এদিনের আলোচনায় উপস্থিত বণিকসভার সদস্যদের কাছে আবেদন করেন, অনলাইন মার্কেটিংয়ে জৈব খাদ্য বিক্রি করুন। তবে তা ভালো বাজার পাবে। পরিকল্পনামাফিক গো-পালনও কীভাবে অর্থকরী হয়ে উঠতে পারে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন গুজরাতের এই এমপি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকার গো-পালনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আনতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশের সব বড় শহরের লাগোয়া শহরতলি এলাকায় বড় 'কাউ হস্টেল' বা গোরুর আবাসস্থল বানানো হবে বলে জানান তিনি। গুজরাতে ইতিমধ্যে এই কাজ অনেকটা এগিয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। এদিন তাঁর ভাষণে পর্শোত্তম রুপালা এক-এক করে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির সাফল্য ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করেন। কৃষক যাতে তাঁর চাষআবাদের উপর নির্ভর করেই মাথা উঁচু করে জীবনযাপন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে বলে জানান। তাহলে কেন বারবার সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছে এত কৃষক আত্মহত্যার খবর? এই প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে যে বিপুল সংখ্যক কৃষক রয়েছেন, সেই অনুপাতে দেখতে গেলে এগুলি ব্যতিক্রমী ঘটনা।